R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্শন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
৯ই আগষ্ট, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক রঘুনাথগঞ্জ প্রধান ডাকঘরের অনুমোদন বাতিলের অপচেষ্টা : তারবার্তায় সতর্কতা

বিশেষ প্রতিনিধি, ৯ আগষ্ট—ডাক ও তার কর্মচারীদের একটি ইউনিয়নের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার মুষ্টিমেয় কয়েকজন জেলার দ্বিতীয় প্রধান ডাকঘর রঘুনাথগঞ্জের অনুমোদন বাতিলের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যেই তঁাদের এই অপচেষ্টা বলে প্রকাশ। তাঁরা ধুয়া তুলেছেন রঘুনাথগঞ্জে প্রধান ডাকঘর খোলার প্রধান অন্তরায় নাকি উপযুক্ত জায়গার অভাব। তাঁরা চেষ্টা করছেন, রঘুনাথগঞ্জের অনুমোদন বাতিল করে জেলার দ্বিতীয় প্রধান ডাকঘরটি কান্দীতে খোলার। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী নেতা নাকি তাঁদের মদৎ দিচ্ছেন বলে খবর। জানা গিয়েছে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মী বহরমপুরে ভিত গেড়ে বসেছেন। রঘুনাথগঞ্জে প্রধান ডাকঘরটি হলে তাঁদেরকে এখানে আসতে হবে। কান্দীতে হলে তঁাদের যাতায়াতের সুবিধা হবে। তাই তাঁরা রঘুনাথগঞ্জের অনুমোদন বানচালের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য বহরমপুর ছেড়ে কোথাও না যাওয়া। রঘুনাথগঞ্জ থেকে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, ডিরেকটর, মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখকে তারবার্তা মারফৎ এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে বাধা অতিক্রমের অনুরোধ জানানো হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, পয়লা সেপটেম্বর থেকে রঘুনাথগঞ্জে প্রধান ডাকঘর খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ

(ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য)

প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন : সি পি এম-এর সিদ্ধান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রশাসনের একটি অংশ জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত দাবি নস্যাৎ করছে। সি পি এম-এর লোকাল কমিটি এদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১ আগষ্ট এক সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, জনস্বার্থে জঙ্গিপুর পুরসভা সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। গত এক বছরে চুরি-ডাকাতি বেড়েছে। পুলিশ সম্পর্কে সাধারণের ধারণার সঙ্গে পারটির ধারণা অভিন্ন। সংগঠিতভাবে বর্গাদারের নাম রেকরড করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা সব সময় বর্গাদারের অনুকূল যাচ্ছে না। বহু ভূমিহীনকে পাট্টার দখল দেওয়া হচ্ছে। অসঙ্গত পাট্টা বাতিল করে নতুন পাট্টা দেওয়া হচ্ছে। খাস জমি এতদিন উদ্ধার করা হয়নি, পুরনো জমি অদলবদল করা হয়েছে। এখন খাস জমি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। বর্তমানে গড়ে ছ'টাকা মজুরি চলছে ক্ষেতমজুরদের। গ্রামে পানীয় জল সরবরাহে ব্যর্থতার দায় সরকারের নয়, প্রশাসনের। সমষ্টি উন্নয়ন এবং

(ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য)

'নিষিদ্ধ এলাকায় মাছ ধরার প্ররোচনা'

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৯ আগষ্ট—জেলেদের কাছ হতে ২৫ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত চাঁদা নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল বাঁধের নিষিদ্ধ এলাকায় মাছ ধরতে উৎসাহ দিচ্ছে। ফরাক্কার এম এল এ আবুল হাসনাৎ খানের কাছে এই মর্মে ১৬টি অভিযোগ এখন পর্যন্ত এসেছে। অভিযোগগুলিতে বলা হয়েছে, রসিদ অথবা রসিদ ছাড়াই জেলেদের কাছ থেকে ওই পরিমাণ চাঁদা আদায় করা হয়ে থাকে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে জাল ও নৌকো তুলে দেওয়া হয়। চাঁদার বিনিময়ে ব্যারেজের নিষিদ্ধ এলাকায় মাছ ধরার প্ররোচনা দেওয়া হয়। প্রকাশ, যারা নিষিদ্ধ এলাকায় মাছ ধরে, তাদের অধিকাংশই বিদেশী।

ডাক ট্রেন বন্ধ

সাগরদীঘি, ৫ আগষ্ট—আজিমগঞ্জ—নলহাটী শাখা রেলপথের ১০০ বছরের ইতিহাসে যা ঘটেনি পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ এবার তাই করেছেন। তাঁরা এই লাইনের বন্ধ ট্রেন দুটি গতকাল থেকে হঠাৎ চালু করে দিয়ে সকালের প্রথম ডাউন এবং রাত্রের শেষ আপ ট্রেন দুটি বিনা নোটিশেই দুম্ করে বন্ধ করে দিয়েছেন। বিপদে পড়েছেন ডাক ও তার বিভাগ। কারণ সকালের

(ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য)

'আমি মরিনি হুজুর !'

'আমি মরিনি হুজুর! বেঁচে আছি। হুজুর আমি প্রাণের ভয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং সাঁতরে তীরে উঠে অন্য জায়গায় লুকিয়ে থাকি। আমার বাড়ীর কেউ জানতো না কোথায় আমি আত্মগোপন করেছিলাম। এখন আসামীকে ছেড়ে দেন হুজুর!' আজ জঙ্গিপুর আদালতে সশরীরে হাজির হয়ে কথাগুলি বলেন ফরাক্কা থানার ব্রাহ্মণগ্রামের 'নিহত' অভি মণ্ডল। ৩ জুলাই রাত্রে তিনি টঙে করে গঙ্গায় মাছ ধরার

(ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য)

দারোগার মতিভ্রম

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ আগষ্ট—এই থানার একজন সাব-ইনসপেকটর ঠিক মত তদন্ত না করেই একজন গ্রামবাসীকে হয়রান করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, আলের-উপর গ্রামে তিনজন আকালী মণ্ডলের বাস। তাদের মধ্যে একজন চুরির দায়ে অভিযুক্ত। থানার দারোগা স্বেচ্ছায় অথবা ভুল করেই হোক, বাবার নাম গণ্ডগোল করে অন্য আকালীকে হাজত খাটাবার ব্যবস্থা পাকা করেন। বাধ্য হয়ে গত সপ্তাহে সে জঙ্গিপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করে এবং জামিনে ছাড়া পেয়ে এসে দারোগার বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ করে।

পুলিশের মদমত্ততা

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ আগষ্ট—'পয়লা আগষ্ট রাত দশটা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার একজন কনসটেবল মত্ত অবস্থায় এসে স্কুলের বারান্দা থেকে দু'জন যুবককে বিনা কারণে গালিগালাজ এবং মারধোর করতে করতে থানায় ধরে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে কয়েকজন যুবক থানায় গিয়ে ও সি কে সবিস্তারে জানান। ওসি কোন

(ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য)

ষ্টেশনে অন্তর্ঘাত ?

বিশেষ প্রতিনিধি : জুলাই মাসের ২৫ তারিখে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের জলাধার থেকে ইঞ্জিনে জল দিতে গিয়ে ধরা পড়ে জল ওভার হেড ট্যাঙ্কে যাচ্ছে না। খোঁজ নিয়ে দেখা যায় পাইপ লাইন এক জায়গায় ফুটো করে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে সমস্ত জল গিয়ে পড়ছে চাষের জমিতে। এই পাইপ লাইন দিয়েই জল এসে ষ্টোর হয় ওভার হেড ট্যাঙ্কে। তারপর ওয়াটার কলম দিয়ে জল পায় ইঞ্জিন

(ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

ম্যালেরিয়ার আশঙ্কা

প্রাক্-স্বাধীন যুগে ম্যালেরিয়া এদেশে বড় দুর্ভাবনা ঘটাইত। ম্যালেরিয়া রোগে কত গ্রাম যে উজার হইয়াছিল, তাহা অনেকেরই জানা। তাই এই রোগকে বলা হইত 'বাংলার মৃত্যুদণ্ড'। কঙ্কালসার দেহ এবং প্লীহায় উদরস্ফীতি, তাবৎ দেশবাসীকে কাহিল করিয়া তুলিয়াছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ম্যালেরিয়া রোগ বিদূরিত করিতে সরকার যথেষ্ট কাজ করিয়াছিলেন এবং এই রোগের উচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের মহকুমা-ভিত্তিক কার্যালয় খোলা হইয়াছিল।

এনোফিলিস জাতীয় যে বিশেষ ধরনের মশা এই রোগের জীবাণু লালন করে এবং ছড়ায়, তাহা ধ্বংস করিবার বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। সুফলও পাওয়া গিয়াছিল। দেশে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব আর ছিল না। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। এই রোগে চরম ভোগান্তির অবসানও ঘটিয়াছিল।

কিন্তু সম্প্রতি এই রাজ্যের কয়েকটি জেলায় ম্যালেরিয়া রোগ আবার দেখা দিয়াছে। আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে সেজন্য দেশবাসীকে সতর্ক করা হইয়াছে এবং এই রোগ দূরীকরণের জন্য জনগণের সহযোগিতা চাওয়া হইয়াছে।

জনগণ এই রোগের করাল বিভীষিকার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সম্ভাব্য সকল রকমের সহযোগিতা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কিছু কিছু কাজ আছে যাহা সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া হইবে না। দেশের যেখানে এই রোগ দেখা দিয়াছে এবং যেখানে এখনও দেখা দেয় নাই, সেই সব জায়গায় পানায় পরিপূর্ণ খাল-বিল নিশ্চয় আছে। এইগুলিতে এনোফিলিস মশা জন্মিবে। আমাদের এই শহরের উপকণ্ঠে খড়খড়ি নদী বলিয়া যে খাল আছে, তাহার প্রায় সবটুকুই অতি হিষ্টপুষ্ট কচুরি পানায় এমনভাবে বুঁজিয়া গিয়াছে যে তাহার উপর দিয়া মানুষ হাঁটিতে পারে। এই নদীর উৎসমুখে বাঁধ দেওয়ার ফলে জল আবদ্ধ হইয়া নদীটি আজ এক বিপর্যয়কর অবস্থায় আসিয়াছে। নদীর উভয় তীরের কয়েকটি গ্রামের জনস্বাস্থ্য বিপন্ন। তাঁহাদের পাকার্য ছাড়া অন্যান্য আচার-আচরণের জল পাওয়া সুকঠিন হইয়াছে। এখানে মশা কি হারে জন্মিতেছে, তাহা আজকাল শহরের প্রতি ঘরে জানা যাইতেছে। সুতরাং এই নদী-খালের কচুরিপানার আশু অপসারণ প্রয়োজন; নচেৎ এখানেও সর্বনাশীর আবির্ভাব ঘটিবে। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ অবিলম্বে খালটিকে কচুরিপানা মুক্ত করুন, এই অনুরোধ করিতেছি।

সরকারী উদ্যোগে গ্রামভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতা

বিশেষ প্রতিনিধি, ৭ আগষ্ট—সরকারী উদ্যোগে এই প্রথম গ্রামভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। প্রতিযোগিতাগুলি প্রথমে হবে ব্লক পর্যায়ে, পরে মহকুমা পর্যায়ে। সব শেষে সফল প্রতিযোগীদের নিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল হবে বহরমপুরে। আজ এ খবর দিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে জানান, প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য কোন প্রবেশ মূল্য লাগবে না। লাগবে শুধু বয়সের সার্টি ফকেট এবং অভিভাবকের সম্মতি। ব্লক পর্যায়ে প্রতিযোগিতাগুলি শেষ হবে ১৫ আগষ্ট, মহকুমা পর্যায়ে ২৩ আগষ্ট। বিস্তারিত তথ্যের জন্য বি ডি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

১৫ বছরের উর্ধ্বে বড় ছেলেমেয়েদের জন্য ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল, ১০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক, ১০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক, ৫০ মিটার বাটারফ্লাই ষ্ট্রোক, ৪×১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রিলে এবং ৪×১০০ মিটার মিডলে রিলে প্রতিযোগিতা নির্ধারিত হয়েছে।

১৫ বছরের নীচে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল, ৫০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক, ৫০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক, ৫০ মিটার বাটারফ্লাই ষ্ট্রোক এবং মেয়েদের ৪×৫০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রিলে ও ৪×৫০ মিটার মিডলে রিলে প্রতিযোগিতা।

বিষ্ণু যাদুঘরে গেলেন

বিশেষ প্রতিনিধি: এ বছর সাগরদীঘি ব্লকের খেরুর গ্রাম থেকে এবং কয়েক বছর আগে একই ব্লকের বিষ্ণুডাঙ্গা মাঠ থেকে যে বিষ্ণুমূর্ত্তি দুটি পাওয়া গিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ত্ব অধিকর্তা ডঃ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত গত ২৭ জুলাই সেগুলি জঙ্গিপুর সাবট্রেজারী থেকে যাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য নিয়ে গিয়েছেন। ডঃ দাশগুপ্ত ওই দিনই খেরুর পরিদর্শন করেন এবং সেখান থেকে কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করেন। সেগুলি পরীক্ষা করে তিনি এই বলে অভিমত প্রকাশ করেন যে, খেরুরের সভ্যতা তিন হাজার বছরের পুরাতন এবং সম্ভবতঃ সেখানে তাম্রযুগের নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। ৩০ জুলাই আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাঙলা সংবাদে জানা যায়, খেরুর গ্রামকে পুরাতাত্ত্বিক মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ষ্টাডি টিমের বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা: সি এম ডি এ-র বাইরে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নিযুক্ত ষ্টাডি টিম ৩১ জুলাই জঙ্গিপুর পুরসভায় এক বৈঠকে মিলিত হয়ে জঙ্গিপুর পুরসভায় উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়াও সি পি এম-এর জঙ্গিপুর লোকাল কমিটি প্রদত্ত দশ দফা এবং জঙ্গিপুর পুরসভা কর্মচারী সমিতি প্রদত্ত তিন দফা উন্নয়নমূলক দাবি দাওয়া নিয়েও ষ্টাডি টিমের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। পরদিন এই টিম একই উদ্দেশ্যে ধুলিয়ান পুরসভা পরিদর্শন করেন বলে জানা যায়।

জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে ৭ আগষ্ট এক সাক্ষাৎকারে জানান, 'এ' ক্যাটাগরিতে জঙ্গিপুর পুরসভার জন্য ৯৯,৭২৩ টাকা ও ধুলিয়ান পুরসভার জন্য ৭৩,৬৭১ টাকা এবং 'বি' ক্যাটাগরিতে উভয় পুরসভাকে এক লক্ষ টাকা করে উন্নয়নের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে। জঙ্গিপুর সুপার মার্কেটের জন্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। তাছাড়া দুটো পুরসভাতেই টিউবওয়েল বসাবার জন্য ১০ হাজার টাকা করে মঞ্জুর করা হয়েছে। অবশ্য কোন পুরসভা থেকেই কোন প্রকল্প এখনও এসে পৌঁছায়নি। প্রকল্পগুলি এলে অনুমোদনের জন্য জেলা শাসকের কাছে পাঠানো হবে।

খেলার খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ আগষ্ট—রঘুনাথগঞ্জে পঙ্কজ মেমোরিয়াল শীল্ডের লীগ ফুটবল শুরু হয়েছে। ১০টি দল এতে অংশ গ্রহণ করেছে। ৫+৫ পর্যায়ে দুই গ্রুপে খেলা চলছে। প্রত্যেক গ্রুপ থেকে দুটো করে দল নিয়ে সুপার লীগ হবে। এখন পর্যন্ত ৩টি খেলায় ৬ পয়েন্ট পেয়ে সদরঘাট দল এগিয়ে আছে।

ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির: সাগরদীঘির বালিয়া নেতাজী সঙ্ঘের উদ্যোগে, বহরমপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের পরিচালনায় গত ১৭ জুলাই থেকে পক্ষকালব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির বালিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৪৫ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ৩১ জুলাই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সাগরদীঘির বিডিও ভুজঙ্গভূষণ সাহা।

সাঁতার সমিতি: ৫ আগষ্ট জঙ্গিপুর পুরভবনে পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মুর্শিদাবাদ সুইমিং এ্যাসোসিয়েসনের জঙ্গিপুর কমিটি গঠন করা হয়। ২৬ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক নির্বাচিত হন পার্থ ব্রহ্ম ও রঞ্জন সরকার।

সাঁতার প্রতিযোগিতা

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও খাগড়া শ্মশান ঘাট স্পোরটিং ক্লাব পরিচালিত গঙ্গাবক্ষে ১৮ কি মি ও ১১ কি মি সন্তরণ প্রতিযোগিতা আগামী ৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশ মূল্য: ৮ টাকা ও ১২ টাকা। যোগাযোগের ঠিকানা:— সম্পাদক, ২৮নং দক্ষিণ হাঁড়হাট্টা লেন, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

কলেজে দ্বাদশ শ্রেণী

সংশোধিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসারে এগারো ও বারো ক্লাস কোনো কোনো স্কুল ও কলেজে শুরু হয়েছে। ১৯৭৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যেসব ছাত্র ভর্তি হবেন তাঁদের জন্য যে সমস্ত বেসরকারী কলেজ (স্পনসর্ড কলেজগুলিসহ) এখনও গ্রাস টু চালু করেনি সেসব কলেজকে ১৯৭৮-৭৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে এগারো ও বারো ক্লাস চালু করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া অনুমোদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। —নিউজ ব্যুরো

কৃষি সংবাদ

ভারতে পঙ্গপাল এসেছে—চাষী ভাইরা ও জনসাধারণ সাবধান থাকুন

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে গুজরাট ও অন্যান্য জায়গায় কয়েক ঝাঁক পঙ্গপাল ঢুকে পড়েছে। এরা এমন দ্রুতগামী ও শক্তিশালী যে অতি অল্প সময়ে যে কোন স্থানে গিয়ে সব ফসলই ধ্বংস করতে পারে। আমাদের পশ্চিমবাংলাতেও যে এরা আসতে পারে না তা নয়। কারণ, ১৯৫১ এবং ১৯৬১ সালে এখানে পঙ্গপালের আক্রমণ হয়েছিল। সুতরাং পঙ্গপালের আক্রমণ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই এখন সতর্ক থাকতে হবে।

পঙ্গপাল একজাতীয় বড় ফড়িং। লম্বায় ৩' ইঞ্চি, রঙ হলদে বা ফিকে গোলাপী। সাধারণতঃ এরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসে এবং ফসল আক্রমণ করে। এদের আক্রমণ দেখা গেলেই আমাদের কর্তব্য—

১) যে স্থানে পঙ্গপাল আক্রমণ করবে সেই স্থান থেকে টিন বা কেনেস্তারা বাজিয়ে তাড়িয়ে না দিয়ে সেই স্থানেই এদের ধ্বংস করা।

২) ভোরে বা রাত্রে পঙ্গপাল জমির উপর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে থাকে। এই সময় এদের পিটিয়ে, পুড়িয়ে বা কীটনাশক ওষুধ দিয়ে মারা।

৩) ১০ শতাংশ বি, এইচ, সি বা ৫ শতাংশ অলড্রিন পাউডার ভালভাবে আক্রান্ত গাছে ও পাতার উপর ছড়াতে হবে। এর জন্য একর প্রতি ১০ কেজি ওষুধ লাগবে।

বিশেষ কর্তব্য—যে কেউ পঙ্গপাল দেখতে পেলেই স্থানীয় থানা, ব্লক অফিস, কৃষি অফিস বা যে কোন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে খবর দিন যাতে জনসাধারণ ও সরকার একযোগে এদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।

কৃষি সংবাদ

এনড্রিন ঔষধ বিক্রয়ের সময় সীমা ধার্য্য ঃ—

এই জেলার ফসলের রোগপোকার ঔষধ বিক্রয়কারীদের জ্ঞাতার্থে জানান যাইতেছে যে, ভারত সরকার-এর কৃষি মন্ত্রকের আদেশ অনুসারে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ এর পর আর এন্‌ড্রিন তৈরী করা বা বিক্রয় করা যাবে না। সুতরাং ডীলারদের নিকট যতটা এন্‌ড্রিন আছে (বিক্রয়ের সময়সীমা যদি উত্তীর্ণ না হয়ে থাকে) আগামী ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ তারিখের মধ্যে সমুদয় এন্‌ড্রিন বিক্রয় সম্পূর্ণ করিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই বিক্রয়ের মেয়াদ আর বাড়ানো হইবে না এবং আর কোন নোটীশ দেওয়া হইবে না।

মুখ্য কৃষি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ

[*মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত*]

OFFICE OF THE DISTRICT SCHOCL BOARD, MURSHIDABAD

Panchanantala : P. O. Berhampore
Dist. Murshidabad

TENDER NOTICE

No. 2037 dt. 2. 8. 78

The undersigned proposes to appoint Suppliers (Bakeries) for the supply of Bread each weighing 450 gram sliced into six equal pieces of 75 gram to the recognised Primary Schools of thirty three circles of this District for the selected 114 days in 1978-79. Tender documents including the detailed tender notice bearing Nos. as above which are non-transferable will be available on request from the office of the undersigned on all working days except Saturday from 2 P. M. to 4 P. M. on or befor 18. 8. 78. Sealed Tender will be received against proper receipt upto 12 Noon on 21. 8. 78 and will be opened and considered on the same date at 1 P. M. in presence of the tenderers present. The tender should be accompanied with an Earnest money deposit as detailed in the tender documents. The Secretary, Ad-hoc Committee, District School Board, Murshidabad takes no responsibility for delay, loss or non receipt of tender documents sent by post and reserves the right to reject or accept any tender or part of tender without assigning reasons thereof. This tender notice is only for the information of the tenderers. The tender submitted must be governed by the tender documents inclusive of the detailed Tender Notice bearing No. 2037 dt. 2. 8. 78.

Sd/- Illegible
Secretary, Ad-hoc Committee,
District School Board, Murshidabad (In-Charge)

Wanted a B. Sc. and a B. A. teacher preferably trained in deputation vacancy for Srikantabati P. S. S. Sikshaniketan (High School) P. O. Raghunathganj, Murshidabad. Applv to the Secv. within 7 days. Applicants are asked to appear before the selection committee for an interview on 19-8-78 at 2 P. M. in the School Office with their original testimonials. No T. A. is available for this purpose.

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

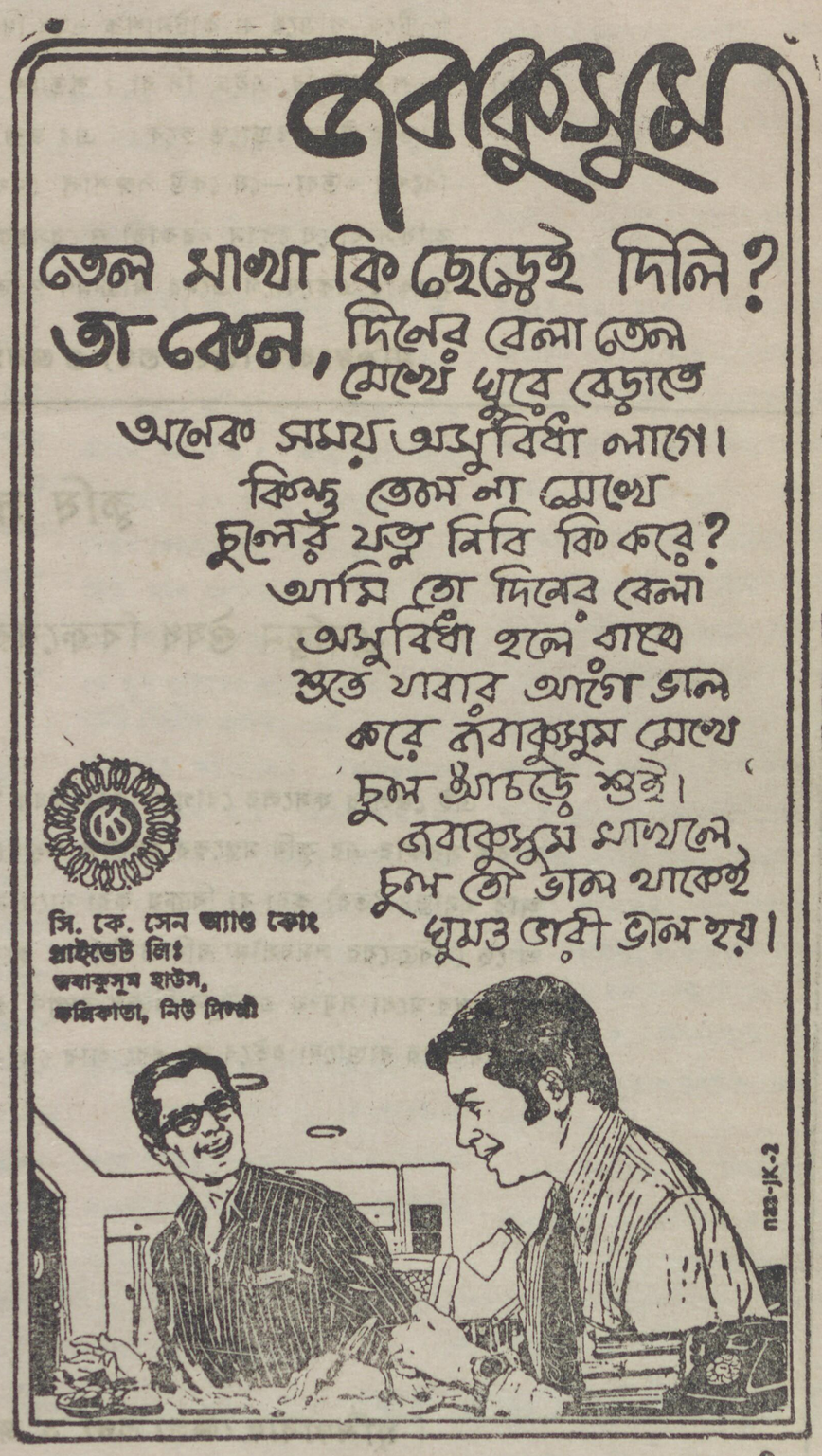

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুক্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ভুঁইফোড় নেতার কাণ্ড

আপনার নন্দিত সংবাদপত্রের নিন্দিত সংবাদে আমরা মর্মাহত। ফরোয়ারড ব্লকের কোন উদ্ (ভুঁই) ভিদ্ (ফোঁড়) নেতা নাই। সুরা (সুধা) বর্জন আমাদের নীতি। তাই মত্ত ফরোয়ারড ব্লকীয় উন্মত্ত আচরণ রাস্তায়, থানায় সত্যের অপলাপ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মাতালের চাকরি খতমের ভীতি প্রদর্শনে বিপর্যস্ত ও দিশেহারা পুলিশের চিত্রাঙ্কনের পরিকল্পনা কমলাকান্তের অহিফেন সেবনের ফলশ্রুতি, বিকল্পে গঞ্জিকাপায়ীর রোজনামচা। চরিত্রহীনতার অপবাদ যৌবনেরই বার্তাবহ। —শ্রীসবিতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি, সারা ভারত ফরোয়ারড ব্লকের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটি।

সংবাদদাতার বক্তব্য : শুধুমাত্র কথার পিঠে কথা চাপিয়ে মূল অভিযোগকে অস্বীকার করা যায় না। রঘুনাথগঞ্জ থানার ১৮।৭।৭৮ তারিখের ৭১৬ নম্বর ডায়রী প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা বহন করে। কাজেই সেদিনের ঘটনাকে 'সত্যের অপলাপ' না বলে ক্ষমতার অপব্যবহার বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। ওই নেতা'র হাতে সেদিন যে রিকসা প্যাডলার প্রহৃত হয়েছিলেন, তিনি বামফ্রন্টের একটি শরীক দলের রিকসা প্যাডলারস্ ইউনিয়নের সদস্য। এই ইউনিয়ন সেদিন যদি 'বদলা' নেওয়ার জন্য আইনকে নিজেদের হাতে নিতেন, তবে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়তো এড়ানো সম্ভব হত না—জনস্বার্থে ফরোয়ারড ব্লক নেতৃবৃন্দের এই খবরটুকু রাখা উচিত ছিল।

জল বাড়ছে, গঙ্গা ভাঙছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ আগষ্ট—গঙ্গার জল বাড়ছে, বাঁশলইয়ের জল বাড়ছে। জঙ্গিপুর মহকুমায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ বিভাগের একটি বার্তায় জানানো হয়েছে, ধুলিয়ানে গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছে। গতকাল এ খবর পাওয়া গিয়েছে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

কাজ না করেই ভাউচার ?

সাগরদীঘি, ২ আগষ্ট—পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর মনিগ্রামের রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য ব্লকের পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিকের সুপারিশ অনুযায়ী মনিগ্রাম অঞ্চল থেকে ১৪০ টাকা দেওয়া হয়। যাঁর ওপর কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়, তিনি নাকি সম্পূর্ণ কাজ না করেই পুরো টাকার ভাউচার দাখিল করেছেন। একজন গ্রামবাসী লিখিতভাবে এ অভিযোগ করেছেন।

ছাত্রীর আত্মহত্যা

অরঙ্গাবাদ, ২ আগষ্ট—গত বুধবার রাত্রে অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজের ছাত্রী মঞ্জুশ্রী সরকার গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই দিন ইতিহাসে কমপারটমেণ্টাল পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য ৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়। মঞ্জুশ্রী ছিল তাদের একজন।

মাষ্টাররোল কর্মীদের জয়

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৭ আগষ্ট—গত ৩১ জুলাই ফরাক্কায় ৬০০ মাষ্টাররোল কর্মীকে এক বিজ্ঞপ্তিতে ছাঁটাই-এর নির্দেশ দেওয়া হয়। ঐ দিনই মাষ্টাররোল কর্মীরা জয়েণ্ট মুভমেণ্ট কমিটির ডাকে এক মিছিলে মিলিত হয়ে ফরাক্কা ব্যারেজের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার জে এন মণ্ডলকে ঘেরাও করে পুনর্বহালের জন্য দাবি জানান। জেনারেল ম্যানেজার কয়েক ঘণ্টা ঘেরাও থাকার পর মাষ্টাররোল কর্মীদের পুনরায় এক মাসের জন্য কাজে বহাল রাখার আদেশ দেন বলে জানা যায়।

সন্ধান চাই

গত একমাস হতে জলিল সেখ নামে একটি ২৪।২৫ বছরের যুবকের কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। যুবকটি বোবা, পরনে ছিল হলুদ সার্ট, সঙ্গে সাইড ব্যাগ ও ছাতা—উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, গায়ের রং কালো। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি খোঁজ পান তবে এই ঠিকানায় জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। —লতিব সেখ, সাং বারালা, পোঃ সাহাপুর, থানা আজিমগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)।

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্ত্তন : রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী
দ্রব্য বিক্রেতা।

তারবার্তায় সতর্কতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডাকঘরে যে জায়গা আছে, প্রধান ডাকঘর খোলার পক্ষে তা যথেষ্ট। এই ডাকঘরের আওতায় আসছে ফরাক্কা থেকে বি এ কে লুপ লাইনের সালার পর্যন্ত বিরাট এলাকা। সুখের বিষয়, জেলার দ্বিতীয় প্রধান ডাকঘরটি যাতে রঘুনাথগঞ্জে হয় তার জন্য অফিসারস্ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাঁদের চেষ্টাতেই এখানে ডাকঘরটি অনুমোদন লাভ করেছে বলে প্রকাশ।

সি পি এম-এর সিদ্ধান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামীণ জল সরবরাহ বিভাগের ঝগড়ার ফলে পানীয় জল সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। গ্রামীণ জল সরবরাহ বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগের অধীন। তাঁরা বলছেন, ব্লক টাকা দিচ্ছেন না। ব্লক বলছেন, ওঁরা অনুমতি দিচ্ছেন না। এ ব্যাপারে জেলা শাসকের নির্দেশ কোন কর্তৃপক্ষই মানেননি বলে তিনি জানান।

সিদ্ধিকালী গ্রামে ক্ষেতমজুর আন্দোলন সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মৃগাঙ্কবাবু বলেন, জোতদারদের হামলার প্রতিবাদে গ্রামের ক্ষেতমজুররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট করেন। জরিমানা আদায়ের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই, ওটা পুরোপুরি গ্রাম্য আপোষের ব্যাপার। কেউ যদি গ্রাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে থাকে, এখন যদি সে চায়, ফিরে এসে গ্রামে বাস করতে পারে। কৃষকসভার রঘুনাথগঞ্জ শাখার সম্পাদক অনিল মুখার্জির বিরুদ্ধে এতদিন পর উত্থাপিত দু'বার জমি বিক্রীর অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

পুলিশের মদমত্ততা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জবাব দেননি, প্রতিবাদও করেননি।' শহরের আটজন নাগরিক লিখিতভাবে আমাদের কাছে এ অভিযোগ করেছেন। তাঁরা জানতে চেয়েছেন, 'একজন কনসটেবল মদ খেয়ে মাতলামি করল, বড়বাবু তার প্রতিবাদ করলেন না কেন? তাঁর ষ্টাফ বলে? সাধারণ লোকের উপর পুলিশের এই নির্যাতন আর কতদিন চলবে?'

'আমি মরিনি হুজুর!'

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সময় একদল সশস্ত্র লোকের হাতে আক্রান্ত হন। তাঁদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি নদীতে ঝাঁপ দেন। এবং নিখোঁজ হন। তাঁর মা ফরাক্কা থানায় এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, আক্রমণকারীরা বল্লম দেখিয়ে লাঠি চালিয়ে এবং পাথর ছুঁড়ে অভি মণ্ডলকে উঠতে বাধা দেয় এবং তার ফলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। পুলিশ ৩০২ ধারায় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর আদালতে হত্যার অভিযোগে একটি মামলা রুজু করে। লুটু ঘোষ নামে একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। পুলিশ সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ৫ জুলাই তারিখের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় 'খুন অথবা গুম' শিরোনামায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়। সেই সংবাদের শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'অভি মণ্ডল নাকি মারা যায়নি। সে নাকি সাঁতরে তীরে ওঠে এবং মামলার সুবিধার জন্য তাকে নাকি লুকিয়ে রাখা হয়েছে।' ঠিক এক মাস পর আদালতে হাজির হয়ে অভি মণ্ডল প্রমাণ করলেন যে, তিনি সত্যিই মরেননি।

ডাক ট্রেন বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওই ডাউন ট্রেনটিতে ডাক চলাচল করে। রেলের এই খামখেয়ালিপনায় গতকাল থেকে ডাক চলাচল ব্যাহত হয়েছে। একে তো এখানে দ্রুত ডাক চলাচলের কোন ব্যবস্থা নাই, তার উপর রেলের এই সিদ্ধান্তে ডাক ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে।

ষ্টেশনে অন্তর্ঘাত?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ট্যাঙ্ক। সেদিন পাইপ লাইন ফুটো করে দেওয়ায় ইঞ্জিনে জল সরবরাহ ব্যাহত হয়। ষ্টেশন থেকে জানানো হয় রঘুনাথগঞ্জ থানাকে, মেসেজ পাঠানো হয় আজিমগঞ্জ জি আর পিতে। ষ্টেশন কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাকে স্যাবোটাজ বা অন্তর্ঘাতমূলক কাজ বলে সন্দেহ করছেন।

শ্রীগুরু হোমিও হল

ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জী, ডি, এম, এস

দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ

মুর্শিদাবাদ

সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়।